যুগান্তর

তারিখ ... 23 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ... ৩ ....

হাজীগঞ্জে ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৯শ' শিক্ষক

খালেকুজ্জামান শামীম, *হাজীগঞ্জ (চাঁদপুর) থেকে*

হাজীগঞ্জে শিক্ষক বণ্টনে বৈষম্যের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। হাজীগঞ্জ উপজেলায় ১৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তার মধ্যে রেজিস্টার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটিসহ মোট ১শ' ৫৭টি বিদ্যালয়ের জন্য ১' হাজার ৪৫ জন শিক্ষকের স্থলে প্রাক-প্রাথমিকে মাত্র ৬১ জনসহ রয়েছেন ৯শ' শিক্ষক। উপজেলায় ৯শ' শিক্ষকের সামনে শিক্ষার্থী ৪৮ হাজার ৭৮৩ জন। শিক্ষক বণ্টনে বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ায় হাজীগঞ্জ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির দিকে যাচ্ছে।

সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বড়বুক্ষ রামকানাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র নয় জন শিক্ষক, পাঁচৈই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য নয় জন শিক্ষক, রামচন্দ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১২ জন ও হাজীগঞ্জ পৌরসভায় পাইলট বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১শ' শিক্ষার্থীর জন্য ১৬ জন শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে উপজেলার মালাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২শ' শিক্ষার্থীর জন্য ৩ জন, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ৮ জন, বেলঘর ৫শ' শিক্ষার্থীর জন্য ৯ জন শিক্ষক রয়েছে। এ ধরনের বৈষম্য বণ্টনের কবলে অর্ধশত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকসহ শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামাল হোসাইন চৌধুরী বলেন, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, সেখানে পদ সৃষ্টি করে ছাত্রানুপাতে শিক্ষক বণ্টন করা দরকার। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আকতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বিষয় নয়, ওইখানে পদ শূন্যতা আছে কিনা তা দেখতে হবে। যদি অতিরিক্ত শিক্ষক থাকে তাহলে উপজেলা শিক্ষা কমিটি বিষয়টি নিরসন করতে পারে।